অনুবিভাগ-১০: ডেভেলপমেন্ট ইফেকটিভনেস

বৈদেশিক সহায়তার সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় কর্মকাণ্ডকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে চলমান কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের এইড ইফেকটিভনেস ইউনিট ও বৈদেশিক অর্থনৈতিক নীতি অধিশাখাকে একীভূত করে ২০১৫ সালের শেষার্ধে ডেভেলপমেন্ট ইফেকটিভনেস অনুবিভাগ শীর্ষক একটি নতুন অনুবিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ অনুবিভাগ বৈদেশিক সহায়তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা, বৈশ্বিক পর্যায়ে উন্নয়ন সহায়তা সংক্রান্ত আলোচনা-পর্যালোচনায় জাতীয় ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের স্বার্থ তুলে ধরা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আন্ত:সমন্বয় শক্তিশালীকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে এ অনুবিভাগ সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ অনুবিভাগের সম্পাদিত কার্যাবলী নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো:

২.১০.১ ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনা ও রূপকল্প-২০২১:

রূপকল্প-২০২১-এর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে দারিদ্রমুক্ত, বৈষম্যহীন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমৃদ্ধ একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা, যেখানে সকল নাগরিক সমৃদ্ধ ও সুখী আধুনিক জীবনযাপনে সমর্থ হবে।রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে (ক) প্রত্যেক নাগরিক তার সম্ভাবনার পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে পারবে; (খ) মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টির নিশ্চয়তাসহ সকল নাগরিক উন্নত জীবন যাপন করবে; (গ) প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসর একটি আধুনিক দেশের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সকল নাগরিক আধুনিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমান সুযোগ পাবে; (ঘ) জলবায়ুর পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে; (ঙ) গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকারের মূলনীতিসমূহ যথাযোগ্যভাবে পালিত হবে; (চ) নারী-পুরুষের সাম্য নিশ্চিত হবে, বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর জনগণ, প্রতিবন্ধীসহ সকল অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের অধিকার সংরক্ষিত হবে; এবং(ছ) সকল মানুষের বৈচিত্র ও সৃজনশীলতার মূল্যায়ন ও লালন করা হবে।

ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলীতেরূপকল্প ২০২১-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাযুজ্যপূর্ণ প্রতিফলন লক্ষণীয়। বিশেষত ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, তথা ২০২০ সাল নাগাদ অর্ধেকসংখ্যক দেশকে এলডিসি থেকে উত্তরণ করার লক্ষ্যের সঙ্গে রূপকল্প ২০২১-এর ভিত্তিতেবাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার মূল লক্ষ্যের বাস্তবিক ও কার্যকর সংযোগ বিদ্যমান।ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য চিহ্নিত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহে যে সকল করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলোর সমন্বয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট ৪৭ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইস্তাম্বুল পরিকল্পনা দ্রুত ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত 'সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি' গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি-কে সহায়তার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (ডিই উইং)-কে সভাপতি করে একটি উপ-কমিটি

গঠন করা হয়েছে। এ উপ-কমিটি ৩ মাস অন্তর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে সভায় মিলিতি হয়েছে এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছে:

- পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে এলডিসি শ্রেণি থেকে উত্তরণে বাংলাদেশের তিনটি নির্নায়কের(GNI, HAI & EVI)তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা এবং উক্ত তিনটি নির্ণায়কে LDC-Hand Book-এ বর্ণিত পদ্ধতির আলোকে বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি'র তথ্য সংগ্রহ।
- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিভিন্নমন্ত্রণালয়/বিভাগের ফোকাল পয়েন্টদের অংশগ্রহণে অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- IPoA বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে মে ২০১৬ তুরস্কের আনতালিয়ায় High-Level Midterm Review-অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনেএকটি জাতীয় প্রতিবেদন (National Report) দাখিল এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান।
- মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত 'সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটির'আগামী সভা আয়োজনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে IPoA-তে বর্ণিত ৮টি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট করণীয়তালিকা এবং প্রতিবেদন প্রেরণের Matrix প্রেরণপূর্বক তথ্য সংগ্রহ।

২.১০.২ এলডিসি শ্রেণি থেকে উত্তরণ

নিম্নবর্ণিত তিনটি নির্ণায়ক(Criteria)-এর ভিত্তিতে উন্নয়নশীল দেশকে এলডিসি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়:

(ক) মাথাপিছু জাতীয় আয় (Per capita GNI, জিএনআই);
(খ) মানবসম্পদ সূচক (Human Assets Index, HAI);
(গ) অর্থনৈতিক সংকট বা ঝুঁকি সূচক (Economic Vulnerability Index, EVI)।

এলডিসি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্তি এবং এলডিসি শ্রেণি থেকে উত্তরণের জন্য উপরের তিনটি নির্ণায়কের নির্দিষ্ট মান (Value)নির্ধারণ করা আছে এবং এ মান সময়ে সময়ে পরিবর্তন করা হয়। এলডিসি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য এ তিনটি নির্ণায়কের সব কটিতেই অন্তর্ভুক্তি মান থাকা আবশ্যক, তবে এলডিসি শ্রেণি থেকে উত্তরণের জন্য যে কোন দুটি নির্ণায়কে উত্তরণ মান অর্জন করতে হয়।

এলডিসি শ্রেণি থেকে উত্তরণে বাংলাদেশের অবস্থান:
এলডিসি শ্রেণি থেকে উত্তরণে তিনটি নির্ণায়কের মধ্যে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মানবসম্পদ সূচক ও অর্থনৈতিক সংকট সূচক-এর জন্য নির্ধারিত মান অর্জন করেছে। ২০১৮ সালের মধ্যে মাথাপিছু জিএনআই নির্ণায়কের নির্ধারিত মান অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নির্ণায়ক	উত্তরণের মান	বাংলাদেশের মান (* বিবিএস)
মাথাপিছু জিএনআই	১২৪২ মা. ডলার	১১৮৫* মা. ডলার (জুন'১৫)
মানব সম্পদ সূচক(HAI)	৬৬ বা তার বেশি	৬৯.৩৫
অর্থনৈতিক সংকট সূচক (EVI)	৩২ বা তার কম	২৫.০১

কলম্বো প্লান সম্পর্কিত কার্যাবলী

Colombo Plan Secretariat (CPS) এবংColombo Plan Staff College (CPSC) কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা মনোনয়ন সংগ্রহ এবং এ সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

a) Colombo Plan Secretariat (CPS) আয়োজিত ১৩টি প্রশিক্ষণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ হতে ২৯ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণ।
b) Colombo Plan Staff College (CPSC)আয়োজিত ৫টি প্রশিক্ষণে ৫ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণ ।
c) এছাড়া ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে Colombo Plan Secretariat (CPS)-এ ১৭,৪০০ মার্কিন ডলার;Colombo Plan Staff College (CPSC)-এ ৭,১৯৪ মার্কিন ডলার; এবং Commonwealth Foundation-এ ২২,৫০০ পাউন্ড স্টার্লিং চাঁদা প্রদান করা হয়েছে।

২.১০.৩ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সম্পাদিত কার্যাবলী

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) এর ১৭ টি অভীষ্ঠ এবং তার অন্তর্গত ১৬৯ টি লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য লক্ষ্য (Target) নির্ধারণ পূর্বক Hand Book প্রকাশ করা হয়েছে। HandBook-এ ইআরডিকে ১৫টি লক্ষ্যের বিপরীতে Lead, ২টি লক্ষ্যের বিপরীতে Co-Lead এবং ২৯টি লক্ষ্যের বিপরীতে Associate হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। টেকসইউন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs)বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইআরডি-lead লক্ষ্যইন্ডিকেটরের বিপরীতে/কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) চূড়ান্তকরণান্তে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রণিত এসডিজি ট্র্যাকার সিস্টেমে ডাটা সন্নিবেশনের নিমিত্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট ইন্ডিকেটরের ডাটা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে **প্রেরণ করা হয়েছে।** জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর সম্ভাব্য কর্ম-পরিকল্পনা(Action Plan) প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে এ বিভাগের মতামত প্রেরণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাবলী

বিগত ১৫-১৬ নভেম্বর২০১৫ তারিখে Bangladesh Development Forum (BDF) অনুষ্ঠিত হয়। উচ্চ পর্যায়ের এ সভায় বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীগণ যৌথভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অংশীদারিত্ব জোরদারকরণে গুরুত্ব আরোপ করে। এতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি), দারিদ্য বিমোচনে সরকারের উদ্যোগ, সরকারের ভিশন-২০২১ বিশেষগুরুত্ব পায়। ইতোমধ্যে বিডিএফ২০১৫-এ গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। আগামী ১৭-১৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে বিডিএফ ২০১৮ অনুষ্ঠিত হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিডিএফ ২০১৮ উদ্বোধনে সদয় সম্মতি দিয়েছেন।

২য় Joint Cooperation Strategy (JCS)(২০১৬-২০২০) প্রণয়নের কাজ চলছে। ২য় JCS এর খসড়ার উপর ভিত্তি করে খসড়া কর্মপরিকল্পনা JCS টাস্ক টিমের সদস্যদের বিবেচনাধীন রয়েছে। SDG Implementation: Country Challenges and Cooperation শীর্ষক একটি কর্মশালা গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়। এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় এসডিজি বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতা কামনা করা হয়। এছাড়া LCG Working Group গুলোকে এসডিজি বাস্তবায়নে সক্রিয় হবার আহ্বান জানানো হয়। কর্মশালায় এসডিজি লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে LCG Working Group গুলোকে পুনর্বিন্যস্ত করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

২.১০.৪ UNESCAP সংক্রান্ত কার্যাবলী

২৮-২৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত Fourth High-Level Dialogue on Financing for Development in Asia and the Pacific শীর্ষক সভায় মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। ১৫-১৯ মে ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত Seventy-third Session of UNESCAP অধিবেশনে মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে দশ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে।

২২-২৫ মে ২০১৭ তারিখে নিউইয়র্ক এ অনুষ্ঠিত Proposal for inclusion of a Ministerial Dialogue on national experiences in implementating the FfD Agenda at the 2017 ECOSOC Forum on Financing for Development Forum এ জনাব মাসুদ বিনমোমেন, মান্যবর রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধী, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন এর নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে।

তাছাড়াএ অধিশাখা UNESCAPএর আয়োজনে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষ-ণের জন্য মনোনয়ন চেয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে অনুরোধ প্রেরণ, চুড়ান্তকরণ ও আয়োজক সংস্থায় প্রেরণ সহ অন্যান্য বিষয়ে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন ,মনোনয়ন সংগ্রহ করে থাকে।

২.১০.৫ বাংলাদেশ গ্লোবাল পার্টনারশিপের কো-চেয়ার নির্বাচিত; টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সকলকে একযোগে কাজ করার আহবান পুনর্ব্যক্ত

কেনিয়ার নাইরোবি'তে ২৮ নভেম্বর-১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর ইফেক্টিভ ডেভলপমেন্ট কো-অপারেশনের (জিপিইডিসি) উচ্চ পর্যায়ের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বাংলাদেশ ২০১৭-২০১৮ মেয়াদে কো-চেয়ার নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশের পাশাপাশি জার্মানি ও উগান্ডা কো-চেয়ার নির্বাচিত হয়। উল্লেখ্য, বৈদেশিক সহায়তাকে কার্যকর করার জন্য একটি বৈশ্বিক ফোরাম হিসেবে

জিপিইডিসি কাজ করছে এবং জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) বাংলাদেশের পক্ষে জিপিইডিসি'র প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে এবং নেতৃত্ব দিচ্ছে। উচ্চ পর্যায়ের এ সভায় মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এ এ মান্নানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধিদলে অন্যান্যের মধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মিজ মেহের আফরোজ চুমকি, প্রাক্তন আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আব্দুল মতিন খসরু এমপি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামসুল আলম, কেনিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ হুমায়ুন করীর, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মনোয়ার আহমেদ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মিজ সাহিন আহমেদ চৌধুরী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

উচ্চ পর্যায়ের সভার মন্ত্রী পর্যায়ের সেগমেন্টের উদ্বোধন করেন কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উহুরু কেনিয়াত্তা। উদ্বোধনী সভার উচ্চ পর্যায়ের ইন্টারাক্টিভ সংলাপে বাংলাদেশের অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান অংশ নেন। অপর দিকে, 'বৈশ্বিক উন্নয়ন সহায়তায় সর্বশেষ অগ্রগতি সংক্রান্ত' একটি প্লেনারি সভায় বাংলাদেশের অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী প্রধান বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সেশনে সুইডেনের আন্তর্জাতিক সহায়তা সংক্রান্ত মন্ত্রী এবং ডোমিনিকো রিপাবলিকের মন্ত্রী, ওইসিডি, জাতিসংঘ এবং সিভিল সোসাইটি সংগঠনের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি প্যানেলিস্ট হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান বলেন যে উন্নয়ন সহায়তাকে কার্যকর করতে হলে 'জাতীয় মালিকানার' প্রতি সহায়তা প্রদানকারী দেশ ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। তিনি বলেন যে টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। তাই, এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি সম-মর্যাদার ভিত্তিতে উন্নয়ন সহযোগিতা পরিচালনা করার উপর গুরুত্বারোপ করেন যাতে সত্যিকার অর্থে বৈদেশিক সহায়তা জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি বলেন সহায়তা গ্রহণকারী দেশসমূকে স্বাধীনভাবে উন্নয়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুযোগ দিতে হবে।

বাংলাদেশের মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী 'নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন' সংক্রান্ত একটি প্লেনারিতে মূল বক্তা হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করতে হলে নারীর ক্ষমতায়নে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে। তিনি এ প্রসংগে একটি বৈশ্বিক তহবিল গঠনের উপর পুনরায় গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং অনেক দেশ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন 'উন্নয়ন সহযোগিতা ও স্বচ্ছতা' সংক্রান্ত একটি সেশনে বক্তব্য রাখেন এবং তিনি উন্নয়ন সহযোগিতা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তবে তিনি বলেন যে তথ্য প্রকাশ করার পাশপাশি তা পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

অপর একটি সেশনে অংশ নিয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মনোয়ার আহমেদ বলেন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করতে হলে অর্থায়নে সমন্বিত কৌশলের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এ প্রসংগে তিনি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের উপর জোর দেন। তিনি বলেন যে সমন্বিত কৌশল কার্যকর করতে হলে সকল অংশীজনকে এক সাথে কাজ করতে হবে।

২.১০.৬ জিপিইডিসি- এর স্টিয়ারিং কমিটির ১৩তম সভায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

গত ২৩-২৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ওয়াশিংটন ডি.সি., যুক্তরাষ্ট্রে গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর ইফেক্টিভ ডেভেলপমেন্ট কো অপারেশন (জিপিইডিসি) এর ১৩তম স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জিপিইডিসি'র কো-চেয়ার মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর নেতৃত্বে ৫সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণকরেন। উল্লেখ্য বাংলাদেশের মাননীয় অর্থমন্ত্রী, জার্মানীর মাননীয় পার্লামেন্টারি স্টেট সেক্রেটারি ফর ইকনমিক কোঅপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ও উগান্ডার মাননীয়অর্থ পরিকল্পনা ও ইকনমিক ,ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রী জিপিইডিসির কো-চেয়ার নির্বাচিত হওয়ার পর এটিই ছিল প্রথম সভা। সভায় জিপিইডিসির ২য় উচ্চ পর্যায়ের সভায় গৃহীত নাইরোবি আউটকামডকুমেন্টের লক্ষ্য বাস্তবায়নে ৬টি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্লোবাল পার্টনারশিপফ্রেমওয়ার্ককেAgenda 2030বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং উন্নয়ন সহযোগিতার বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়া স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ২০১৭-২০১৮সময়ে জিপিইডিসির কর্মসূচি(Program of Work)নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং কতিপয় সংশোধন সাপেক্ষে তাগৃহীত হয়। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জিপিইডিসির পরবর্তী স্টিয়ারিং কমিটির সভা বাংলাদেশে অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। স্টিয়ারিং কমিটির সকল সদস্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীর এ ঘোষণাকে স্বাগত জানান।

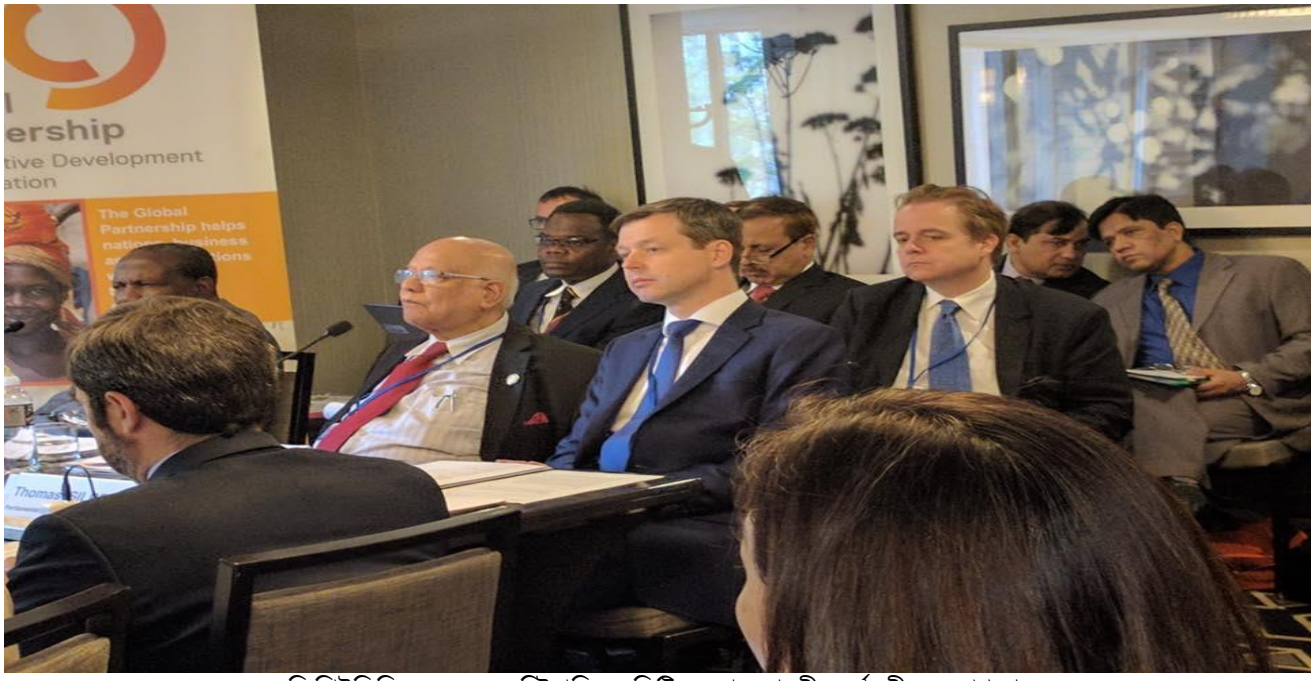

জিপিইডিসি-এর ১৩তম স্টিয়ারিং কমিটির সভায় মাননীয়অর্থমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

২.১০.৭ বাংলাদেশ ও কানাডার যৌথ উদ্যোগে সাইড ইভেন্টের আয়োজন

বাংলাদেশ ও কানাডার যৌথ উদ্যোগে জিপিইডিসি-র ব্যানারে ১১ জুলাই ২০১৭ তারিখে 2017 High Level Political Forum (HLPF)-এর পার্শ্বরেখায় "The Importance of Country Level Multi-Stakeholder Partnership in a Changing Development Landscape" শীর্ষক সাইড ইভেন্ট আয়োজন করা হয়। এইভেন্টেসরকার, বহুপাক্ষিকসংস্থা, সুশীলসমাজ, বিজনেস সেক্টর, একাডেমিয়াসহ বিভিন্ন সেক্টর ও দেশের প্রায় ১২০ জনপ্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। ইআরডি-র সচিব জনাব কাজী শফিকুল আযম, অতিরিক্ত সচিব (ডিইডব্লিউ) জনাব মনোয়ার আহমেদ অন্যান্যের মধ্যে এই ভেন্টেপ্যানেলিস্ট হিসাবে বক্তব্য রাখেন ও অংশ গ্রহণকারীগণের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। প্যানেলিস্টদের বক্তব্য ও উন্মুক্ত আলোচনায় প্রায় সকলেই SDGs বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশ গ্রহণ প্রয়োজন মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। তবে এজন্য মাল্টি-স্টেকহোল্ডার পার্টনারশীপকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive), কার্যকর ও শক্তিশালীকরণ, বিভিন্ন দেশের উত্তম চর্চাসমূহের (best practices) বিনিময় এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে তাদের বিপূল সম্পদ নিয়ে SDGs বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে মর্মে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত HLPF 2017 চলাকালীন ইআরডি সচিব ও অতিরিক্ত সচিবের সাইডইভেন্টে অংশগ্রহণ।

২.১০.৮ উন্নয়ন সহযোগিতা সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা

বৈদেশিক সহায়তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতি ও অঙ্গীকার এবং জাতীয় উন্নয়ন চাহিদা ও নীতিমালিকানার আলোকে উন্নয়ন সহযোগিতা ব্যবস্থাপনা পূর্বক উন্নয়ন সহযোগিতার কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার উন্নয়ন সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ডেভলপমেন্ট ইফেক্টিভনেস অনুবিভাগ এ নীতিমালা প্রণয়নে কাজ করছে। এ নীতিমালার খসড়া প্রণয়নে ইআরডি সচিবের নেতৃত্বে গঠিত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কাজ করছে। নীতিমালা প্রণয়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, উন্নয়ন সহযোগীদেশ/সংস্থা, নাগরিকসমাজ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং দেশের প্রতিথযশা গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। নীতিমালার খসড়া একাধিকবার সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও মাননীয় অর্থমন্ত্রীও মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীতাঁদের দীর্ঘঅভিজ্ঞতার আলোকে খসড়া প্রণয়নে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন।

নীতিমালার চূড়ান্ত খসড়া ইতোমধ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। খসড়াটি শীঘ্রই অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভার নিকট প্রেরণ করা হবে। মন্ত্রিসভা কর্তৃক খসড়া অনুমোদিত হলে তা আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করা হবে। নীতিমালা আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশের পর তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন অংশীজনকে, বিশেষ করে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ-কে নীতিমালা বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে অবহিত করা হবে।

২.১০.৯ প্রোফেশনাল সার্টিফিকেট কোর্স অন ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন :

বৈদেশিক সহায়তার ফলপ্রসূও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণার্থে সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের দক্ষতাও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ডেভেলপমেন্ট ইফেকটিভনেস অনুবিভাগ "Professional Certificate Course on International Development Cooperation" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ হাতে নিয়েছে। এ প্রশিক্ষণের আওতায় প্রায় ৩০০ কর্মকর্তাকে পর্যায়ক্রমে ৩ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। তিন বছর মেয়াদি এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে ইতো মধ্যে অর্থ বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক প্রশিক্ষণের মডিউল প্রণয়নের কাজ চলছে। আশা করা হচ্ছে আগামী নভেম্বর ২০১৭ থেকে প্রথম ব্যচের প্রশিক্ষণ শুরু করা সম্ভব হবে।

২.১০.১০ Aid Information Management System (AIMS)

বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা ও বৈদেশিক সাহায্যের স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য নিয়ে Aid Information Management System (AIMS) নামক সফটওয়্যারটি ইআরডিতে ২৬ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে যাত্রা শুরু করে। এটি একটি ওয়েব ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যা সর্বসাধারণের বৈদেশিক সহায়তা বিষয়ক তথ্যের জন্য উন্মুক্ত। AIMS এর মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, খাত বা অঞ্চল অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্পসমূহের প্রতিশ্রুতি ও ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ জানা যায়। যে কেউ বিশ্বের যেকোন জায়গা থেকে "পাবলিকইউজার" হিসেবে সিস্টেমে ঢুকে AIMS এ প্রদত্ত সকল তথ্য দেখতে পারে এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে। এইমস এ তথ্য দেয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র উন্নয়নসহযোগীদের জন্য সংরক্ষিত। উল্লেখ্য এখন পর্যন্ত ৫৪টিদাতা সংস্থা এইমস-এ রেজিষ্ট্রেশন করে তথ্য সরবরাহ করছে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেAid Information Management System (AIMS) এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে Currency Exchange Rate আনয়নের জন্য সিস্টেমে একটি Application Programming Interface (API) সংযুক্ত করা আছে। International Aid Transparency Initiative (IATI) থেকে AIMSএ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেশ কিছু তথ্য আনয়নের জন্য একটি ইমপোর্ট মডিউল তৈরি করা হয়েছে যা পরীক্ষামূলক ভাবে কিছু Development Partner ইতিমধ্যেই ব্যবহার করা শুরু করেছেন।

AIMS কে আরও কার্যকরী ও অধিকতর প্রয়োজনীয় করে তোলার জন্য Geocoding Information System (GIS) অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ERD এর সাথে উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা USAID এর মধ্যে একটি MOU স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত MOU এর আওতায় USAID ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক Aid Data Center for Development Policy (ACDP) নামক গবেষণা সংগঠন এর কারিগরি সহায়তায় GIS সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এটি একটি ইন্টার নেটভিত্তিক ম্যাপিং সফটওয়্যার যার মাধ্যমে বাংলাদেশে উন্নয়নসহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থায়নের এলাকা ভিত্তিক প্রদর্শন এবং প্রকল্পসমূহের ভৌগলিক বিশ্লেষণ করা যাবে। আগামী ডিসেম্বর/২০১৭ এ সফটওয়্যারটি কার্যক্রম শুরু করবে বলে আশা করা যায়।

অদূর ভবিষ্যতে দেশের জাতীয় বাজেট ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এইড ইনফরমেশন ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম খুবই সহায়ক ভূমিকা রাখবে। একই সঙ্গে দাতা সংস্থাগুলোর উন্নয়ন সহযোগিতা প্রক্রিয়াকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকারে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার ক্ষেত্রে এবং Development Partnerদের স্বচ্ছতা আনয়নের ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।